**আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর  উদ্বোধন অনুষ্ঠানে**

**অংশগ্রহণকারী সফল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের মাঝে, সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা, শুক্রবার,০৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ আয়োজনে সফলতার স্বীকৃতি সূচক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের এই মাসে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ সকল ভাষা শহীদকে। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা ভাষার অধিকার পেয়েছি। স্বাধীনতা পেয়েছি।

 ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশেও ক্রিকেট খেলা  জনপ্রিয়। ক্রিকেট বিশ্বকাপ উপলক্ষে সারা দেশ মেতেছিলো উৎসবের আনন্দে। আমরা আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সফল আয়োজক। শুধু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই নয়, আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আটটি ম্যাচ এবং চারটি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। এ সফলতা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এটি আমাদের একটি বড় অর্জন।

দেশের ১৫টি স্বনামধন্য স্কুল ও কলেজের ১৮০০ ছাত্র-ছাত্রী প্রায় এক মাস অক্লান্ত অনুশীলন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য ফিজিকাল ডিসপ্লে উপস্থাপন করেছে। স্বেচ্ছাসেবকসহ অন্যান্য কর্মী নিরলস শ্রম দিয়ে এ অনুষ্ঠান সফল করেছে। বিশ্বমানের এ সফল আয়োজনের জন্য আইসিসি, বিসিবি ও আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের স্থানীয় আয়োজক কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

সুধিমন্ডলী,

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের পরপরই ২০১১ সালের মে মাসে নয়টি দেশের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইটেশনাল ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ। ৩য় এশিয়ান জুরখানে ও কুস্তি পালোয়ানী চ্যাম্পিয়নশীপ, আইসিসি ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন সিরিজ, সুলতানা কামাল ৪র্থ সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশীপও আমরা  সফলভাবে আয়োজন করেছি।

২০১০ সালে ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসের সফল আয়োজকও বাংলাদেশ। ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল ও ক্রিকেট সহ রেকর্ড সংখ্যক ১৯টি স্বর্ণ পদক সহ মোট ৯৭টি পদক অর্জন করে।

২০১৪ সালে আমাদের দেশে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি টুয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি, এ অনুষ্ঠানটিও আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আয়োজন করতে পারবো।

শুধু আয়োজনই নয়, প্রতিযোগিতাতেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল একে একে সবক'টি টেস্ট খেলুড়ে দেশকে ওয়ান ডে তে পরাজিত করেছে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে বিদেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট ও ওডিআই সিরিজ পরাজিত করেছে। ২০১০ সালে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে ওডিআই সিরিজে পরাজিত করে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই অসাধারণ বিজয়ের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রত্যেক সদস্যকে আমরা পুরস্কৃত করেছি। ২০১০ সালে চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেটে স্বর্ণ ও মহিলা ক্রিকেটে রৌপ্য জয় করেছে।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই ক্রীড়ার উন্নয়নে কাজ করেছে। আমাদের সরকার ক্রীড়া বান্ধব সরকার। আমরা অবকাঠামো নির্মাণ সহ সব ধরনের সহায়তা প্রদান করেছি।

আমাদের গত মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়াতে আইসিসি ট্রফিতে কেনিয়াকে পরাজিত করে আইসিসি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আইসিসি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেই। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আওয়ামী লীগ আমলেই আইসিসি বাংলাদেশকে ওয়ান ডে মর্যাদা ও বিশ্বের ১০ম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এছাড়া ১৯৯৯ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ৮ম সাফ গেমসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ফুটবলে স্বর্ণ জয় করে।

সম্প্রতি অন্যান্য খেলাধুলার পাশাপাশি গলফও মূলধারায় প্রবেশ করছে। ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসেও গলফের দুটি ইভেন্টেই আমাদের গলফাররা স্বর্ণ জয় করে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের গলফাররা বিশ্ব পরিমন্ডলে আমাদের জন্য আরো সুনাম বয়ে আনবে।

ছেলেদের পাশাপাশি দেশের মেয়েরাও ক্রিকেটে উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ান ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে।

সুধিমন্ডলী,

ক্রীড়া সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখে। তাই আমি সকলকে আহবান জানাব আসুন ছেলে মেয়েদের হাতে খেলাধুলার সরঞ্জাম তুলে দেই। আমরা এমন একটি আগামী প্রজন্ম তৈরী করতে চাই যা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলা-ধুলায় সেরা। জাতির পিতা বলতেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। আমাদের আগামী প্রজন্ম হবে সেই সোনার মানুষ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী খেলোয়াড়দের শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনে সফলতা অর্জনের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে একটি নিরাপদ স্থান। আসুন, এই পরিচিতিকে তুলে ধরে দেশকে আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

আমরা খেলাধুলার উন্নয়নে দেশে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খেলাধুলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারবো।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...